# জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২/২ (লেভেল: ফোর), ব্লক: এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪ ৬১৯৫; ওয়েব: www.girlchildforum.org


৩১ মার্চ ২০২০

## জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর বিবৃতি

## করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো এবং নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, করোনাভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ৪৮ জন ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা মনে করি, এটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে দেশে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের নারী ও শিশুরা। কারণ আমরা মনে করি, যেকোনো মহামারিই নারী ও শিশুদের পেছনে ফেলে দেয়।

তাই সম্মিলিতভাবে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করা এবং এই সময় নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর পক্ষ থেকে **সরকারের নিকট কিছু দাবি** ও আহ্বান জানাচ্ছি:

১. করোনাভাইরাসের ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করুন এবং কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করুন।

২. করোনাভাইরাস আতঙ্কের কারণে প্রচুর নারী গৃহকর্মী ও পোশাক শিল্পে কর্মরত কয়েক লাখ নারী সাময়িকভাবে তাদের চাকরি হারাচ্ছেন। তাই এই সময় নারী গৃহকর্মী, দিনমজুর ও হতদরিদ্র মানুষদের জন্য বিনামূল্যে কিংবা স্বল্পমূল্যে খাদ্য-দ্রব্য যোগান ও তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করুন এবং এই খাদ্য-দ্রব্য ও আর্থিক সহায়তা যাতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যথাযথ ব্যক্তিরা পায় তা নিশ্চিত করুন।

৩. সহজলভ্য উপায়ে সারাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষা করা, চিকিৎসা সেবার সক্ষমতা বাড়ান এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। করোনাভাইরাস মোকাবিলা করতে গিয়ে যেন আমাদের পুরো স্বাস্থ্যসেবা ভেঙে না পড়ে এবং আমাদের হাসপাতালগুলো যেন প্রসবকালীন জটিলতা-সহ অন্যান্য অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হওয়া নারীকেও সঠিক সেবা দিতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

৪. বিদেশ ফেরত ও সন্দেহভাজন রোগীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করুন। যারা কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন তাদের খাদ্য-সহ প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করুন।

৫. করোনাভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করুন এবং জনগণ যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সেজন্য ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করুন।

৬. সরকারি কর্মকর্তা এবং আমাদের সম্মানিত জনপ্রতিনিধিগণ যাতে জনগণের প্রাপ্য সকল-সুবিধা নিশ্চিত করে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

৭. বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, মহামারির সময় নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যায়। বেড়ে যায় বাল্যবিবাহের ঘটনাও। তাই এ সময় নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ রোধে বিশেষ নজরদারি বাড়ান এবং কোথাও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা ঘটলে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই ভুক্তভোগীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করুন।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়াসহ আরও নানান নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রভাব পড়ছে আমাদের শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে। তাই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সেবামূলক পদক্ষেপ নিন এবং করোনাভাইরাস কীভাবে শিশুদের জীবনকে প্রভাবিত করে, সেটি সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য তাদেরকে সম্পৃক্ত করে কাউন্সিলিং কর্মসূচি শুরু করুন।

৯. প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুরা যাতে করোনাভাইরাসের কারণে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং সুরক্ষা পায় তা নিশ্চিত করুন।

**জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সহযোগী ১৮৬টি সংগঠনের পক্ষে–**

**নাছিমা আক্তার জলি**
সম্পাদক
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম।